ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রণবীর কাপুরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপ ফাইনালের হার এখনও ভুলতে পারছেন না শামি!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০১ ● কলকাতা ● ১৫ পৌষ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০১ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মোদির বিরুদ্ধে বারাণসীতে

ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী সাক্ষী মালিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হতে পারেন কুস্তিগির সাক্ষী মালিক। সম্প্রতি ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নতুন কমিটিতে বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিং সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার দিনই টেবিলে জুতো রেখে কুস্তি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি।এদিকে, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আজ, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই আসন ভাগাভাগির কাজ সেরে ফেলতে হবে বলে তৃণমূলের তরফে জোরালো দাবি করা হয়েছিল। তাতে সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেসকে একটি আসন তারা ছেড়ে দেবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূলের এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত রফা হয়নি। সূত্রের খবর, বাংলায় কংগ্রেসকে দুটো আসন ছাড়া হতে পারে এই বার্তা ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই তৃণমূলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস আরও বেশি আসন দাবি করলে তাদের অসম ও মেঘালয়ে একটি করে আসন তৃণমূলকে ছাড়তে হবে- এমন শর্তও দেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস কী করে সেদিকে নজর রাখছে তৃণমূল। অন্যদিকে কংগ্রেস সূত্রের খবর, বাংলায়

এরপর ৩ পাতায়

নতুন বছরের শুরুতেই গঙ্গাসাগরে মমতা,

সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন মেলার প্রস্তুতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গাসাগর দেশের সবচেয়ে বড় মেলা', সপ্তাহখানেক আগে নবান্নে বসে নিজেই বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই মহাযজ্ঞে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে সবরকম উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুণ্যার্থীদের জন্য সব ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে প্রতি বছরই সাগরে যান মমতা।প্রশাসন সূত্রের খবর, মেলায় যোগাযোগ থেকে নিরাপত্তা সব বন্দোবস্ত করা হবে। প্রতিদিন ১৫-১৬টি অতিরিক্ত বাস চলবে। সবমিলিয়ে ২ হাজার ২৫০টি সরকারি বাস যাতায়াত করবে। চলবে অতিরিক্ত ৬৬টি ট্রেন। থাকছে অতিরিক্ত লঞ্চের ব্যবস্থাও। ২২টি জেটিকে মজবুত করা হচ্ছে। শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা নয়, মেলার নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকছে। ১ হাজার ১৫০টি সিসিটিভি থাকবে মেলা প্রাঙ্গনে। থাকছে জিপিএস ও স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংয়ের ব্যবস্থা। শুধু যন্ত্রের মাধ্যমে নজরদারি নয়, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেলায় থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ। ২ হাজার ৪০০ জন সিভিল ডিফেন্সের কর্মী। প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ারও।আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা শুরুর পাঁচ দিন আগে ৩ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিতে পারেন মমতা। মেলা শুরু হতে আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি, তাই সাগরে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা সাগর পর্যবেক্ষণে যাবেন।

গত বুধবারই মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নবান্নে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১৫ মন্ত্রী। ১৮ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনও। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী জানান, গঙ্গাসাগর ভারতের সবচেয়ে বড় মেলা। অন্তত ৪০ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে।

২৫ বছর পর রাজ্যে ফের

মহিলা বাঙালি স্বরাষ্ট্রসচিব, শেষবার ছিলেন জ্যোতি বসুর সময়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হলেন বাঙালি আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তী। রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিবের নাম আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভগবতী প্রসাদ গোপালিকাকে মুখ্যসচিব পদের দায়িত্ব দিয়েছেন। এবছরের শুরুতে নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজ্যপালের সচিব করে পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁকে সরিয়ে দিয়ে উল্টে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রশাসনের শীর্ষ সূত্রে বলা হচ্ছে, নন্দিনী খুবই দক্ষ অফিসার। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যসচিবের সঙ্গে তাঁর ভাল তালমিল রয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে স্বরাষ্ট্রসচিব পদে বসানো হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ পদে দুই অবাঙালি অফিসারকে বসানোর কারণে ভারসাম্য রাখা জরুরি ছিল। তাই মহিলা বাঙালি অফিসারকে স্বরাষ্ট্রসচিব করা হল।রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল করা হয়েছে আইপিএস অফিসার রাজীব কুমারকে। প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ দুই পদে দু'জন অবাঙালি অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়ার পর স্বরাষ্ট্র সচিব করা হল এক বাঙালি মহিলা অফিসারকে। স্বরাষ্ট্রসচিব পদের পাশাপাশি পরিষদীয় দফতর ও পর্যটনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসাবে

এরপর ৩ পাতায়

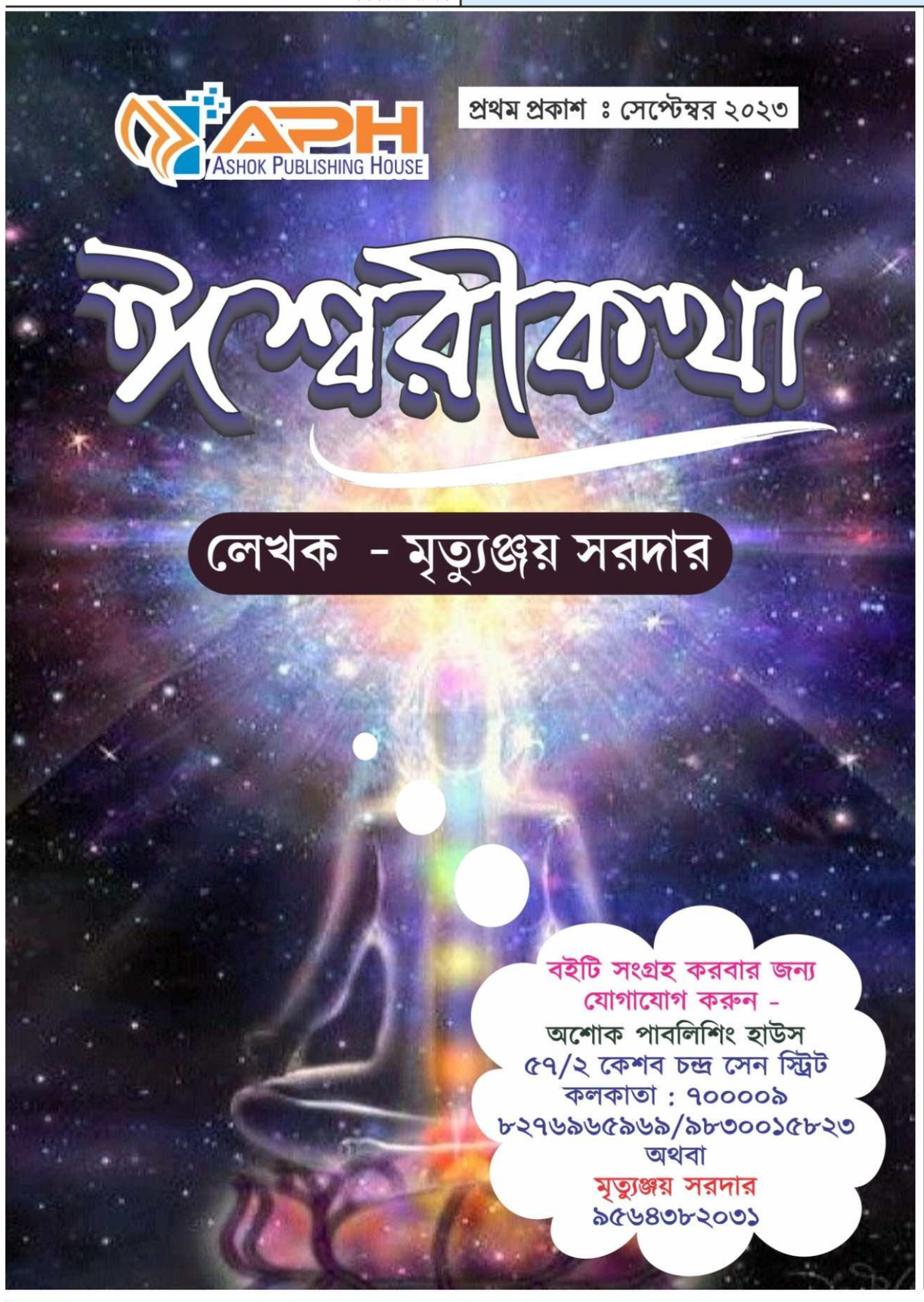

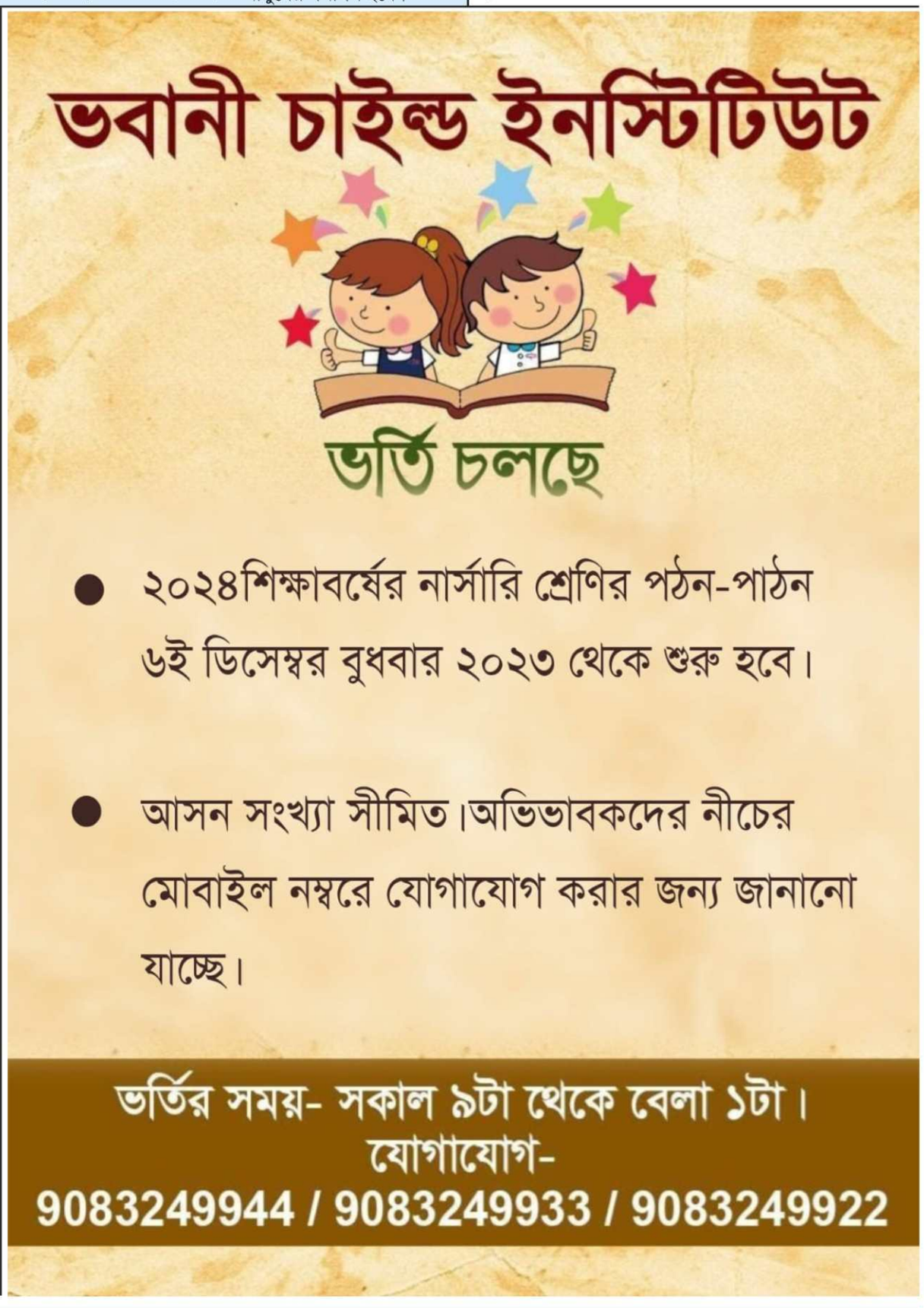

নতুন বছরে

কলকাতা পুলিশের আওতায় ভাঙড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২ জানুয়ারি ভাঙড়, উত্তর কাশীপুর, পোলেরহাট এবং চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে চারটি থানা পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।থানা উদ্বোধন ঘিরে ততপরতা তুঙ্গে। শনিবার রাতেই ভাঙড়ের চারটি থানাতে পৌঁছয় পুলিশের লাঠি, হেলমেট, ওয়াকি টকি-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ভাঙড়ের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ নিজেই এই কাজ তত্ত্বাবধান করেন। সূত্রের খবর, নতুন বছরের শুরুতেই ফোর্সও ঢুকবে থানাগুলিতে।বোমা-গুলির বিরাম নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাঙড়ে। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরেও রোখা যায়নি প্রাণহানি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ভোট 'হিংসা' নিয়ে বলতে গিয়ে ভাঙড়ের কথা উল্লেখ করেন। নাম না করে পরোক্ষে ভাঙড়ে অশান্তির দায় 'হাঙর' আইএসএফের উপর চাপান। পঞ্চায়েত ভোট মেটার পর অশান্ত ভাঙড়কে শান্ত করতে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার নির্দেশ দেন।

তড়িঘড়ি আইন পাশ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, গত চারমাস ধরে টালবাহনার পর অবশেষে ভাঙড়ের চারটি থানা কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। আগামী ২ জানুয়ারী ভাঙড় ও উত্তর কাশীপুর থানা ছাড়াও পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে রবিবার থানাগুলি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।

অযোধ্যা অতঃপর শুধুই রামভক্তের,

হতে পারত সর্বধর্মের গন্তব্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাম মন্দির উদ্বোধনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ২২ জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধন এবং রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠার মেগা ইভেন্টে কয়েক হাজার অতিথি আমন্ত্রিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার অযোধ্যায় গিয়ে বলেছেন, 'রামলালা বহুদিন অস্থায়ী তাঁবুতে বাস করছেন। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রাক্তন সাংবাদিক হরিবংশ তাঁর 'চন্দ্রশেখর, দ্য লাস্ট আইকন অফ ইডিওলজিক্যাল পলিটিক্স' এবং রডরিক ম্যাথুর 'চন্দ্রশেখর অ্যান্ড দ্য সিকস মানথ দ্যাট সেভড ইন্ডিয়া' বই দুটিকে অযোধ্যা বিবাদ মীমাংসায় চন্দ্রশেখরের এই উদ্যোগ লিপিবদ্ধ আছে। সেই উদ্যোগে জল ঢেলে দেন রাজীব। তিনি বুঝতে পারেন, অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ বিবাদের মতো বড় সমস্যা চন্দ্রশেখর মিটিয়ে দিলে তাঁর ও কংগ্রেসের মুখ পুড়বে। ফলে গোপন উদ্যোগের কথা জানার দু'দিনের মাথায় চন্দ্রশখর মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন রাজীব।

ফলে অযোধ্যা কী হতে যাচ্ছে তা আমরা দেখতে পারছি। কী হতে পারত, তাও স্মরণে স্মরণে রাখা জরুরি।এবার পাকা ঘর অর্থাত রাম মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান হতে চলেছে।' সেই সঙ্গে তাঁর সময়ে চার কোটি দেশবাসী মাথার উপর ছাদ পেয়েছেন দাবি করে ঘুরিয়ে রাম মন্দিরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে জুড়ে দিতে চেয়েছেন।

তিন দশক আগে বাবরি মসজিদ ভাঙার আগে-পরে বহুবার অযোধ্যা গিয়েছি। যেখানকার মন্দির-মসজিদ বিবাদ ঘিরে গোটা ভারত ধর্মীয় বিভাজনের অভিঘাতে নিকট প্রতিবেশীর প্রতি খড়্গহস্ত, বিপদে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, সেখানে অযোধ্যায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এককথায় অতুলনীয়। বাবরি ধ্বংসের দিনে আহত হিন্দু করসেবকদের অনেককেই স্থানীয় মুসলিমরা শুশ্রূষা করেন। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকা রামলালার মূর্তি ক্ষণিক দর্শনের পর হনুমানগড়ি মন্দিরেই মানুষ দীর্ঘসময় কাটান। সেই মন্দিরের অদূরের বাজারে হিন্দু-মুসলিম, দুই সম্প্রদায়ের দোকানিরাই আছেন। অযোধ্যায় যতবার গিয়েছি, প্রত্যক্ষ করেছি, গলাবাজি করা মানুষগুলি বেশিরভাগই বহিরাগত। দিনভর রামায়ণ পাঠে ব্যস্ত সাধুদের কাছে মন্দির-মসজিদ বিবাদের কথা তুললে বিরক্তি প্রকাশ করে করসেবকপুরমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই বিবাদে তাঁদের কোনও যোগ নেই। করসেবকপুরম হল রাম মন্দির আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা বিশ্বহিন্দু পরিষদ অধিগৃহীত বিশাল এলাকা যেখানে গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পাথর কেটে তৈরি হয়েছে প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের নানা অংশ। রামলালা দর্শনের

এরপর ৩ পাতায়

শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল বিধায়ককে

নোটিস ধরাল আয়কর দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের এক তৃণমূল বিধায়ককে তলব করল আয়কর দফতর। পটাশপুরের তৃণমূল বিধায়ক উত্তম বারিককে তলব করা হয়েছে। উত্তম জেলা পরিষদের সভাধিপতিও। রবিবার তিনি নিজেই আয়কর-তলবের কথা জানালেন। তিনি জানান, ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে আয়করে গরমিলের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। অন্য দিকে, বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি অসীম মিশ্রের দাবি, 'ঝুলি থেকে এ বার বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে! সবেমাত্র আয়কর দফতর প্রেমপত্র পাঠিয়েছে। এর পর ইডি-সিবিআই এদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করেছেন উত্তম বারিক। টাকার জোরে গত কয়েক বছরে পূর্ব মেদিনীপুরের একের পর এক পঞ্চায়েত গায়ের জোরে দখল করেছেন। জেলা জুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন এই নেতানেত্রীরা। এত টাকার উতস কী, তা জানতেই আয়কর নোটিস পাঠিয়েছে। আগামী দিনে এদের জেলের ঘানি টানতে হবে।'যদিও গরমিলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক।

দলীয় সূত্রে খবর, ইমেলে নোটিস পাঠানো হয়েছে উত্তমকে। আগামী ৮ জানুয়ারি বেলা ১২টার মধ্যে বিধায়ক বা তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে ২০১৭-'১৮ বর্ষের আয়করের তথ্য নিয়ে কলকাতার দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে। উত্তমও বলেন, "ওই বছর নাকি আমার আয়কর জমা পড়েনি। নোটিসে তো তা-ই জানিয়েছে। যদিও এ রকম কোনও গরমিলের কথা আমার জানা নেই। আমার কাছে যা হিসাব আছে, আয়কর দফতরের কাছে পাঠিয়ে দেব। যদি কিছু পায়, সেই মতো পদক্ষেপ করবে ওরা।"তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে একই ভাবে মন্ত্রী অখিল গিরি ও তাঁর ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকেও নোটিস পাঠিয়েছিল আয়কর দফতর। লোকসভা নির্বাচনের আগে শাসকদলের আরও এক বিধায়ককে তলব ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। উত্তম বলেন, "স্বাভাবিক নিয়মে একটা প্রশ্নচিহ্ন আসবেই যে, ২০১৭-'১৮ সালের গরমিল নিয়ে ২০২৩ সালে কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? তবে আমি বিষয়টিকে এতটা গভীর ভাবে দেখছি না। আমার আয়করে যদি কোনও গরমিল দেখা দেয়, তা হলে অবশ্যই আমাকে সেই কর মেটাতে হবে। এতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।"

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে ১লা জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আমাদের কলকাতা অফিস ১৯ডি জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ।

সম্পাদক

ভোটে দলের কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব

নেবেন না অভিষেক: সূত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন । শাসক-বিরোধী ভোট প্রস্তুতিতে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগু। ওদিকে গত কিছুদিন ধরে তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ ইস্যুতে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। সম্প্রতি এই বিতর্কে মুখ খুলে ঝাঁজালো মন্তব্য করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষের হকের টাকা ছিনিয়ে আনতে গোটা পুজো তিনি রাস্তায় কাটাবেন বলেও ঘোষণা করে দেন। তবে সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের বর্ষীয়ান নেতাদের অনুরোধে সেই ধর্না তুলতে বাধ্য হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এক মাসের মধ্যে কেন্দ্র দাবি না মানলে নভেম্বরে ফের মমতার নেতৃত্বে দিল্লি অভিযানের ডাক দেন অভিষেক। তবে কোথায় কি, শেষমেষ আর আন্দোলন হয়নি। তবে গত ২০ ডিসেম্বরের মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের সাংসদদের এক প্রতিনিধি দল এই বকেয়া ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অভিষেকও ছিলেন সেই দলে। তবে তাকে কোনও কথা বলতে দেওয়া হয়নি বৈঠকে।

জানা যাচ্ছে, অভিষেক যে মাত্রায় নিজের আন্দোলন দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে তাকে সরিয়ে অনায় ক্ষুব্ধ অভিষেক। লোকসভার আগে তিনি যেভাবে যা প্ল্যান করেছিলেন তার কিছুই করতে দেওয়া বা করা হয়নি বলে দল সূত্রে খবর। ওদিকে গতকাল অভিষেক সরকারি বেশ কিছু আমলার ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বলে সূত্রের খবর। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগেই তৃণমূলে ছন্দপতন? এমনই প্রশ্ন উঠছে একাধিক মহলে।সেই থেকে আরও চড়েছে বিতর্কের পারদ। আর এবার শোনা যাচ্ছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নিজেকে কেবলমাত্র ডায়মন্ড হারবারেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান অভিষেক ।

দলের অন্দরে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল। অভিমান? নাকি চরম অসন্তোষ? কেন দলে থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন অভিষেক? উঠছে প্রশ্ন। সদ্য চিকিতসা সেরে ফিরেছেন অভিষেক। শনিবার অভিষেকের কালীঘাটের অফিসে বৈঠকে তার সঙ্গে বৈঠকে বসেন তার ঘনিষ্ঠ নেতারা। সূত্রের খবর লোকসভার আগে তাকে 'সক্রিয়' হওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন তারা। তবে কোনও ইতিবাচক জবাব আসেনি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, লোকসভা ভোটে তিনি শুধু ডায়মন্ড হারবারেই নিজেকে সক্রিয় রাখতে চান। দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব বা নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে থাকতে চান না তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ড।

প্রসঙ্গত, শনিবার অভিষেকের কালীঘাটের অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে যান কুণাল ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, নারায়ণ গোস্বামী, ব্রাত্য বসু ও তাপস রায়রা। সেখানেই নাকি নেতা জানিয়েছেন লোকসভা ভোটে কেবল ডায়মন্ড হারবারেই থাকবেন তিনি। দল জনসভা দিলে অংশ নেবেন ঠিকই তবে যদি সেদিন নিজের কেন্দ্রে পূর্বনির্ধারিত কোনও কর্মসূচি না থাকে, তাহলেই।

সূত্রের খবর, তার নেতৃত্বে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, আবাস যোজনা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া আন্দোলনকে যে মাত্রায় পৌঁছেছিল, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হঠাত তাকে থামিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ তিনি। প্রসঙ্গত, গত অক্টোবর মাসে বাংলার ধর্ণা দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে আলোড়ন ফেলে দেন অভিষেক। দুদিন রাজধানীর মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন। ওদিকে রাজ্যে ফিরেও সেই আন্দোলনের তীব্রতা কমেনি। রাজ্যপাল বোস যত ক্ষণ না পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন, তত ক্ষণ পর্যন্ত রাজভবনের সামনে ধর্নায় ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

কলকাতায় আরও দুই বিশিষ্টজনের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করবেন মোহন ভাগবত

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শনিবার কল্যাণ চৌবে এবং উপেন বিশ্বাসের পর আজ রবিবার, অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিল্পী বিক্রম ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। গত দু'দিনের সফরে শনিবার কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত।প্রসঙ্গত, মোহন ভাগবত এবং উপেন বিশ্বাস সাক্ষাতের পর সংবাদমাধ্যমে উপেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, "একেবারে আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা। দুর্নীতি বা সেই সম্পর্কিত কোনও ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়নি। তবে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

২৫ বছর পর রাজ্যে ফের মহিলা বাঙালি স্বরাষ্ট্রসচিব, শেষবার ছিলেন জ্যোতি বসুর সময়ে

অতিরিক্ত দায়িত্বও থাকবে নন্দিনীর।

এর আগে বাংলায় স্বরাষ্ট্রসচিব পদে প্রথম মহিলা আইএএস অফিসার ছিলেন লীনা চক্রবর্তী। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ৯৬ সাল থেকে দু'বছরের জন্য এই পদে ছিলেন লীনা। পঁচিশ বছর পর রাজ্যে দ্বিতীয় কোনও মহিলা অফিসারকে স্বরাষ্ট্রসচিব করা হল। স্বরাষ্ট্রসচিব পদে শেষ বাঙালি আমলা ছিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বরাষ্ট্র সচিবরা পরবর্তীতে মুখ্যসচিব হন। সেদিক থেকে নন্দিনীর সামনে রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হওয়ার সুযোগ থাকল। লীনা চক্রবর্তী এই সুযোগ না পেয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পদে যোগ দিয়েছিলেন।

নন্দিনী চক্রবর্তী ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার। অর্থাত তাঁর তুলনায় আরও সিনিয়র অফিসার রয়েছেন। যেমন বর্তমান অর্থসচিব মনোজ পন্থ ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস অফিসার। বিবেক কুমার ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস অফিসার। অর্থাত বেশ কয়েক জনকে টপকে স্বরাষ্ট্রসচিব হলেন নন্দিনী। সেদিক থেকে নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব বেছে নেওয়ায় আমলা তথা প্রশাসনিক মহলে চমক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমানায় নন্দিনী চক্রবর্তী খুব সুস্থির ভাবে যে বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব সামলাতে পেরেছিলেন তা অবশ্য নয়। এক সময়ে তাঁকে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পদে বসিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু কিছুদিন পরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে শিল্পসচিব করা হয়েছিল। সেখানেও তাঁর মেয়াদ দীর্ঘ ছিল না। বর্তমানে পর্যটন সচিব পদে ছিলেন নন্দিনী। সেই সঙ্গে মেদিনীপুরের প্রশাসনিক কিছু দায়িত্ব রয়েছে তাঁর।

এবছরের শুরুতে নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজ্যপালের সচিব করে পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁকে সরিয়ে দিয়ে উল্টে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১-ম পাতার পর

মোদির বিরুদ্ধে বারাণসীতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী সাক্ষী মালিক

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের আসন ভাগাভাগি নিয়ে খোদ সোনিয়া গান্ধী মমতার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারেন, এমন সম্ভাবনা প্রবল। তারপরেই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে সাক্ষীকে মোদির বিরুদ্ধে বারাণসী থেকে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তিনি তাতে একপ্রকার রাজি হয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। চলতি মাসে রাজধানী দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে কাউকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মোদির বিরুদ্ধে মহিলা কোনও মুখকে সামনে আনার কথাও মমতা সেইসময় বলেছিলেন। সেই প্রস্তাব মেনেই সেইসময় থেকেই ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে। সাক্ষীকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে ইন্ডিয়া জোটের এক নেতা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে মহিলা বিল পাশ করিয়ে নিয়ে দেশজুড়ে তার প্রচার করেন। মহিলাদের জন্য তিনি ও তার দল বিজেপি কতটা দরদি তা সবসময় তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু আসল চিত্রটা কী, তা দেশের মানুষের জানা দরকার। বিজেপির সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগিররা বারবার যৌন হেনস্তার অভিযোগে সোচ্চার হওয়ার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে মোদি সরকার কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। প্রতিবাদে কুস্তিগিররা পদ্মশ্রী থেকে শুরু করে খেলরত্ন, অর্জুনের মতো মোদি সরকারের আমলে দেওয়া সব পদক ফিরিয়ে দিচ্ছে। এর চেয়ে খারাপ দিন আর কী হতে পারে। সাক্ষী ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হলে মানুষের সামনে এই সবকিছু আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

মিথিলা পাঠকের পুরানাধামে

একটি বিশাল জানকী মন্দিরও নির্মাণ করা উচিত

তরুণ মোহন. সাংবাদিক : দারভাঙ্গা, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : সুপরিচিত সমাজকর্মী অরবিন্দ পাঠক আজ বলেছেন যে অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে মিথিলার সীতামারহিতে পুরানাধামে একটি বিশাল জানকী মন্দির তৈরি করা উচিত।

শ্রী পাঠক গতকাল এখানে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, ধর্মীয় শাস্ত্রে রামের নামের আগে বিশ্বমাতা সীতার নাম উল্লেখ রয়েছে এবং তাকে সীতারাম বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, মা জানকির জন্ম পুরানধামের মিথিলা নগরীতে হলেও এই স্থানটি এখনও রামের জন্মস্থানের মতো গড়ে ওঠেনি।

শ্রী পাঠক বলেন, মিথিলা রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অঞ্চল থেকে ১৬ জন সাংসদ এবং ১০৮ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।তিনি বলেন যে মিথিলার জনগণকে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা উচিত।তিনি বলেন, আগামী মাসে তার দিল্লি সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করবেন। নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্মারকলিপি দেন।

শ্রী পাঠক বলেন, মিথিলার জনগণ ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লি থেকে অযোধ্যা হয়ে পুরানধাম পর্যন্ত ৩৫ দিনের পাদ যাত্রা ঘোষণা করেছে। এটি একটি স্বাগত পদক্ষেপ এবং এই যাত্রা সফল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী পাঠক বলেন, মিথিলায় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।এর উন্নতির জন্য আগামী মাসে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে। তিনি বলেন, এটাকে আমরা চারণভূমিতে পরিণত হতে দেব না। লুটপাটের উদ্দেশ্য নিয়ে আসা লোকজন অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে নিলে ভালো হয়, অন্যথায় এখানে সব হারাতে হবে। এ বিষয়ে চ্যান্সেলর ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীরা করেছেন।

নতুন অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগোরিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন অরবিন্দ পানাগোরিয়া। ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হন তিনি। এর আগে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।উল্লেখ্য, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে করের ভাগাভাগি কেমন হবে, তা নির্ধারিত হবে এই অর্থ কমিশনে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে ভারত। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি পাঁচ ট্রিলিয়ান ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে।এদিন সরকারের তরফে অর্থ কমিশনের নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে অরবিন্দ পানাগোরিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়।জানা গিয়েছে, নতুন অর্থ কমিশনের এই চেয়ারম্যান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন পানাগোরিয়া। এবার অর্থ কমিশনের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে আচমকাই নীতি আয়োগ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি। এর আগে পানাগোরিয়ার প্রশংসা শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। অন্যদিকে কমিশনের সচিব হিসাবে রন্তিক রঞ্জমান পাণ্ডেকে। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের নাম আলাদাভাবে ঘোষণা করা হবে।

২ পাতার পর

অযোধ্যা অতঃপর শুধুই রামভক্তের, হতে পারত সর্বধর্মের গন্তব্য

পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীরা সেখানেও মাথা ঠেকাতে যান।বছর দুই আগে গিয়ে দেখলাম, টমটম, রিকশ, অটো রিকশ'র সাদামাটা গঞ্জ অযোধ্যা রীতিমতো চোখ ধাঁধানো আধুনিক শহর হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নতুন এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দর, রেল স্টেশন সম্প্রসারণ, হোটেল নির্মাণে ব্যস্ত গোটা তল্লাট। জেলাশাসকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী এক লাখ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে পরিকাঠামোর উন্নয়নে। মন্দির দর্শনে দৈনিক এক লাখ পূণ্যার্থী, বিশেষ বিশেষ দিনে আরও বেশি মানুষ অযোধায় যাবেন ধরে নিয়ে এই আয়োজন। রাম মন্দিরের সুবাদে অযোধ্যা গোটা বিশ্বের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের গন্তব্য হতে চলেছে ধরে নিয়ে বিমানবন্দরটি প্রথম থেকে আন্তর্জাতিক মানের করা হয়েছে।

অযোধ্যার এই ভোলবদলে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত জমিটি রামের জন্মস্থান হিসাবে মেনে নিয়ে সেখানে মন্দির নির্মার্ণের সুযোগ করে না দিলে অযোধ্যার উন্নয়ন নিয়ে কারও মাথাব্যথা হত বলে মনে হয় না। শীর্ষ আদালতের সেই রায়ের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতের মতো মানুষেরা বলেছিলেন, মন্দির-মসজিদ বিবাদে এখানেই ইতি টানা হোক। অথচ, অযোধ্যায় যখন ধূমধাম করে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে তখন বারাণসী, মথুরায় মন্দির-মসজিদ বিবাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্ব মঞ্চস্থ করার আয়োজন তুঙ্গে। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরই বিশ্বহিন্দু পরিষদ ঘোষণা করেছিল, 'এ তো সিরফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী, মথুরা বাকি হ্যায়।'কী আশ্চর্য, একদিকে, হিন্দুত্ববাদীদের অভিভাবক মোহন ভাগবত সতীর্থদের উদ্দেশে বলছেন, 'মসজিদের নিচে মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন', 'ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের ডিএনএ অভিন্ন'. ইত্যাদি, অন্যদিকে, তাঁরই সংগঠনের সহকারীরা আইনি লড়াইয়ে কোমর বেঁধেছেন, কয়েক বছর আগেও আদালতের উপর যাদের তীব্র অনাস্থা ছিল। তাঁরা মনেও করতেন না, আদালত মন্দির-মসজিদ বিবাদের মীমাংসা ক্ষেত্র হতে পারে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ভোল বদলে আদালতের প্রতি অগাধ আস্থার কারণ অনুসন্ধান বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা করছেন কি না জানি না। করা জরুরি।

অযোধ্যা মামলার রায়ের পর ধারণা তৈরির চেষ্টা হয়, মন্দির-মসজিদ বিবাদ মীমাংসায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ। যদিও বিবাদের সূত্রপাত রাজনীতিকদের হাতেই। রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েও যাওয়া, না যাওয়া নিয়ে সনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়্গেদের সিদ্ধান্তহীনতার আসল কারণ, বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাম মন্দির আন্দোলনকে একধাপে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন সনিয়ার প্রয়াত স্বামী রাজীব। ১৯৮৬-তে শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় পাল্টে দেওয়ায় মুসলিম তোষণের অভিযোগের মুখে দিশেহারা প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি রাজীব হিন্দুদের খুশি করেছিলেন বাবরির বন্ধ তালা খুলে দিয়ে। ১৯৪৯-এর ২১-২২ ফেব্রুয়ারির রাতে একদল লোক গোপনে মসজিদের ভিতর রামলালার মূর্তি রেখে এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং ফৈজাবাদের ততকালীন জেলাশাসক কেকে নায়ার সেই ঘটনায় হাত গুটিয়ে ছিলেন। নেহরু ঘটনাটি জানতে পেরে পন্থকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, 'অযোধ্যার ঘটনাবলীর খবর পেয়ে আমি খুবই বিরক্ত বোধ করছি। আন্তরিকভাবে আশাবাদী যে আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ঘটনাটি খুবই বিপজ্জনক এবং পরিণতি খুবই খারাপ হতে পারে।' ফৈজাবাদ আদালতের নির্দেশে সেই থেকে বাবরির দরজা তালা বন্ধ ছিল, যা রাজীবের ইচ্ছায় কোর্ট উন্মুক্ত করে দেয়।

সনিয়া গান্ধী হয়তো ভাবছেন, রাম মন্দির নির্মাণে তাঁর প্রয়াত স্বামী ও কংগ্রেসের এই অবদান মুছে যেতে পারে ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় না গেলে। আবার যে জমিতে রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের নরসিংহ রাও। ফলে বাবরি ধ্বংসের কলঙ্ক শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেসের গায়েও আছে। আশ্চর্যের হল, সনিয়াকে খুশি করতে প্রধানমন্ত্রী হয়েই রাজীবকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' ঘোষণা করেন রাও। অন্যদিকে, জীবনের শেষ বছর কুড়ি কংগ্রেসে অচ্ছ্যুত, একঘরে থাকা রাও মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ দিল্লিতে দাহ করার অনুমতি পর্যন্ত দেয়নি ততকালীন কংগ্রেস সরকার, যে সরকারের শেষ কথা ছিলেন সনিয়া।

১৯৯১-এর যে আইনটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেটি রাওয়ের সময় তৈরি, যা এখন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ। নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরলে আইনটি সংসদে বিল এনে বাতিল করে দিতে পারেন, এমন আশঙ্কা অনেকেই বয়ে বেড়ান। সুপ্রিম কোর্ট যে সেটি অসাংবিধানিক বলবে না, কে গ্যারান্টি দিতে পারে! ফলে আদালতই মন্দির-মসজিদ বিবাদ, ধর্মীয় সংঘাত মীমাংসার আদর্শ মঞ্চ কিনা, অযোধ্যা রায় থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। এই সন্ধিক্ষণে বরং প্রয়াত চন্দ্রশেখরের উদ্যোগ স্মরণ করা জরুরি। কংগ্রেসের কৃপায় মাত্র ২২৩ দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে অযোধ্যা সমস্যার আপোষ মীমাংসার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এই নেতা। কংগ্রেসের অনুগত আমলা পরিবৃত প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক টেবিলে বসিয়েছিলেন বিবদমান হিন্দু ও মুসলিম পক্ষকে। হিন্দুপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন ততকালীন কংগ্রেস নেতা শরদ পাওয়ার। মুসলিম পক্ষের মন বোঝার দায়িত্ব বর্তেছিল প্রয়াত উপরাষ্ট্রপতি তথা বিজেপির ভৈঁরো সিং শেখাওয়াতের উপর। আর ছিলেন প্রয়াত মুলায়ম সিং। সবপক্ষের কাছে চন্দ্রশেখরের আর্জি ছিল এই উদ্যোগের কথা গোপন রাখতে।আলোচনায় উঠে আসা একটি প্রস্তাব ছিল, মুসলিমরা মসজিদ সরিয়ে অন্যত্র বানিয়ে নেবে। জমি সরকার দেবে। সেই সঙ্গে আইন করে নিশ্চিত করা হবে আর কোনও উপাসনস্থল ভাঙা হবে না। আর একটি প্রস্তাব ছিল, মসজিদ অক্ষত থাকবে। পাশেই হবে রামমন্দির ও একটি বৌদ্ধ মন্দির। কারণ, অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্মের অনেক নিদর্শন রয়েছে। এছাড়া লাগোয়া জমিতে গড়ে উঠবে সর্বধর্ম চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। যাতে গোটা বিশ্বের গন্তব্য হয়ে ওঠে অযোধ্যা।

২ পাতার পর

কলকাতায় আরও দুই বিশিষ্টজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মোহন ভাগবত

আমি ভেবেছিলাম উনি খুব গম্ভীর কেউ হবেন। কিন্তু তেমনটা নয়।" তবে লোকসভা ভোটের মাত্র কয়েক মাস আগে মোহন ভাগবতের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে সাক্ষাত নিয়ে যথেষ্টই কৌতুহল তৈরি হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ শিবিরের দাবি, 'এর সঙ্গে কোনও রাজনীতির যোগ নেই।'সঙ্ঘের বিভিন্ন সংগঠনিক কাজকর্মের পাশাপাশি বাংলার বিশিষ্ট জনেদের বাড়িতেও গিয়েও সৌজন্য সাক্ষাত করছেন ভাগবত। বর্ষ শেষের দিন প্রথমে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে বিক্রম ঘোষের বাড়ি যাওয়ার কথা রয়েছে মোহন ভাগবতের। লোকসভা ভোটের আগে বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করাকে কেন্দ্র করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, মোহন ভাগবতের এবারের কলকাতা সফরে বিজেপির প্রথম সারির নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। অমিত শাহ, জে পি নাড্ডার পর শনিবার বঙ্গ সফরে এসেছেন সঙ্ঘ পরিবারের দুই শীর্ষ কর্তা। মোহন ভাগবত এবং দত্তাত্রেয় হোসবোলে। একজন কলকাতায়। আর অন্যজন দুর্গাপুরে আরএসএসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন বলে জানা গেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০১ সংখ্যা ০১ জানুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ১৫ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শহরে 'বিকল্প রাজনীতি'র পোস্টার

লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় পোস্টার-রহস্য! শহরে দেখা গেল 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি'র পোস্টার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যেই পড়ল কলকাতা জুড়ে চোখে পড়ল এই পোস্টার। তেরঙ্গা পোস্টারে সবুজ-নীল রঙে লেখা রয়েছে, 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি'। রবিবার সকালে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে, হাজরা মোড়ে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির নীচে, রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, পার্ক সার্কাস, ধর্মতলা এবং এন্টালিতে কংগ্রেস অফিসের আশেপাশে এই পোস্টার দেখা যায়।সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "ভুতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে। হঠাত করে কলকাতার শহরে পোস্টার পড়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে, তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলন এই পোস্টার। এই বিকল্প রাজনীতি যদি কেউ চান, তাহেল তাঁকে তো বলতে হবে যে চাইছেন। নিজে বলতে পারছেন না, তৃণমূলের সঙ্গে থেকে বিজেপি-কে লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করছেন, লুকিয়ে চুরিয়ে এই পোস্টার দিতে হচ্ছে। ছায়াযুদ্ধের মনোভাব নয়ত!"একই রকম পোস্টার দেখা যায় কোচবিহারের মাথাভাঙাতেও। পোস্টারে নাম নেই প্রচারক বা প্রকাশকের, যা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। বর্ষবরণ ঘিরে শহর যখন উতসবমুখর, সেই আবহেই রবিবার সকালে শহরের একাধিক জায়গায় ওই পোস্টার চোখে পড়ল। বিকল্প রাজনীতির দাবিতে পোস্টার ধর্মতলা, শ্যামবাজার, রাসবিহারে, হাজরা মোড়, সিআইটি রোড, পার্কসার্কাস একাধিক জায়গায় ওই পোস্টার দেখা গিয়েছে। পোস্টারে কারও নাম নেই যদিও। কাউকে পোস্টার টাঙাতে দেখেছেন বলেও জানাচ্ছেন না কেউ। কলকাতার বাইরে কোচবিহারের মাথাভাঙাতেও একই পোস্টার দেখা গিয়েছে। তবে এই পোস্টার ঘিরেই এখন শোরগোল বাংলার রাজনীতিতে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "কথাটা শুনতে বেশ ভাল। কিন্তু বিকল্প রাজনীতির অর্থ হচ্ছে, দলের অন্দরে যাঁরা হতাশায় ভুগছেন, তাঁদের পোস্টার এটা। তবে এটা কোন দলের হতাশাগ্রস্তদের পোস্টার, সেটা বলা মুশকিল। ইন্দিরা গাঁধীর মূর্তির নিচে পোস্টার রয়েছে, তাই কংগ্রেসের হতে পারে। আবার গতকাল ভাইপো বলেছেন ডায়মন হারবারের বাইরে কোথাও যাবেন না। হতে পারে তিনি বিকল্প রাজনীতি খুঁজছেন। তাই তৃণমূলের পোস্টারও হতে পারে। সিপিএম-রও হতে পারে ওই পোস্টার। তবে এটা খানিকটা অলীক স্বপ্নের মতো। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলি, নির্বাচনের আগে বিকল্প রাজনীতি করে দলকে কোথাও টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে বা পরিবর্তন আনা যাবে বলে মনে হয় না আমার।"কংগ্রেসের সৌম্য আইচ রায়ের বক্তব্য, "কালীঘাট এবং ক্যামাক স্ট্রিটের দ্বৈরথ দেখছিলাম দীর্ঘদিন ধরেই। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। তৃণমূলে ক্ষমতার কেন্দ্র কার্যত ভাগ হয়ে গিয়েছে এখন। পরস্পরকে মানছে না তারা। এই কালীঘাট এবং ক্যামাক স্ট্রিট এখন আড়াআড়ি বিভক্ত। ভাইপো থাকবে, না পিসি থাকবে, বাংলার মানুষকে এখন ময়ূর সিংহাসনের লড়াই দেখতে হবে। ১৯৯৮ সালে যখন কংগ্রেস ভাঙিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আমরা জানতাম এটা হবে। এটা ভবিতব্য ছিল। সাপুড়ের মৃত্যু হয় সাপের ছোবলে। মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের ঘরও ভাঙতে দেখতে হবে। তৃণমূলের শেষের শুরু হয়ে গেল।"

দিল্লি-অযোধ্যা উড়ান পরিষেবা শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। ভক্তদের রাম মন্দিরে যাতায়াতে সুবিধার জন্য বছর শেষের প্রাক্কালে, শনিবারই নতুন রূপে গড়ে ওঠা অযোধ্যা রেলস্টেশন ভবন ও বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিমানবন্দরের নাম দেওয়া হয়েছে মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। অযোধ্যা থেকে দিল্লির বিমান ভাড়া প্রায় ৩৬০০ টাকা। তবে, বিগ্রহের প্রাণ প্রতিস্থা উৎসবের সময় অর্থাত বিমানের টিকিটের মূল্য ১২০০০ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ২১ জানুয়ারি, শুধুমাত্র এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটের টিকিটের মূল্য প্রায় ১৪০০০ টাকা হতে পারে। দিল্লি, বেঙ্গালুরু ও কলকাতা ছাড়াও অযোধ্যা থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত বিমান পরিষেবা ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। এই রুটে মাথাপিছু বিমান ভাড়া প্রায় ৪,৫০০ টাকা। তবে ১৯ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারির মধ্যে টিকিটের মূল্য ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করা হচেছ।বিমানবন্দরটি উদ্বোধনের পরপরই ইন্ডিগোর একটি বিমান দিল্লি থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এয়ার ইন্ডিয়াও বিমান পরিষেবা শুরু করছে। কবে থেকে কোন-কোন শহরের সঙ্গে অযোধ্যার বিমানযাত্রা শুরু হচ্ছে এবং বিমান ভাড়া কত, দেখে নেওয়া যাক একনজরে

আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে দেশের বড় বড় শহরের সঙ্গে অযোধ্যার বিমান পরিষেবা শুরু হবে। ৬ জানুয়ারি থেকেই অযোধ্যা বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগোর বিমান চলাচল শুরু হচ্ছে। সেদিন সকাল ১১টায় দিল্লি থেকে অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা দেবে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এবং সেটি দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে ধর্মীয় শহর অযোধ্যায় পৌঁছাবে। আবার সেদিনই বিকালে অযোধ্যা থেকে যাত্রী নিয়ে দিল্লি ফিরে আসবে বিমানটি। দিল্লি ছাড়াও বেঙ্গালুরু ও কলকাতা থেকে সরাসরি অযোধ্যায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান পরিষেবা শুরু হবে। সেটা ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি মর্তলোকে সকলকে বিদ্যা আর জ্ঞান দান করেন। তাই মানুষ বিদ্বান আর জ্ঞান লাভের আশায় সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবীর পূজা করে থাকেন। মানুষ কালেকালে, যুগেযুগেই জ্ঞান পিপাসু। মানুষ জ্ঞানের সন্ধানে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে, এরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। তারজন্য হওয়া চাই শ্রদ্ধাবান, নিষ্ঠাবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সমাজের অত্যাচার শব্দটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আমরা সবাই যেন জড়িয়ে রয়েছি।সমাজব্যবস্থা নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেছিলেন সমাজের সেই সময়কার মাথারা।সামাজিক রীতিনীতি বর্তমান বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার এর মধ্যে মতানৈক্য ফারাক রয়েছে।প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব মতামত ও স্বাধীনতার সত্তা নিজের জীবনে লুকিয়ে রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সাধারণ মানুষের কপালে একটা চিন্তার ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। আমি নিজেও এ সমাজকে তেমনভাবে চিনতে পারিনি, তবে নিজের জীবনের কয়েকটি দুর্ঘটনা প্রীতি কে সামনে রেখে, নিজে বারবার সমাজের যে রীতি রেওয়াজ আছে সেটার উপরে উপলব্ধ করার চেষ্টা করেছি এককথায় গবেষণা চালিয়ে গেছি।একটা জিনিস বারবার উপলব্ধি করেছে মানুষের ভালোর জন্য সমাজের ন্যায়নীতি প্রথা প্রচলন হয়েছে। তারপরেও মানুষ এতটা খারাপ কেন? এই সমাধান আজকের দিনেও আমি পাইনি! মানুষের সংবিধান রয়েছে যা মানুষের স্বার্থে ব্যবহার হয়।এরপরেও মানুষকে কেনই বা অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, কেনইবা নিজের জীবন বাজি রেখে এত আন্দোলনে শামিল হতে হচেছ। কেনইবা শত অত্যাচারের পরেও ন্যায় বিচার পাচ্ছে না।কেনই বা এই সমাজের এত মানুষ খুন হতে হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজও মেলে না। আমি নিজেই এসব কিছু ভুক্তভোগী। আমি পড়াশুনা শেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য সহজ উপায়ে ভারতবর্ষের সংবিধান কে সামনে রেখে, নিজে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলাম সমাজ সংস্কারের আশাতে। ১৬ বছর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে লিখতে আজকের দিনের সৌভাগ্য হয়েছে যে বিশ্বের দরবারে আমার লেখাটা পৌঁছে দিতে পারছি। এই অনলাইনে যুগে বিশ্বের মানুষ বিশ্বের বাঙালি হয়তো এই বাংলায় কিছু কথা আমার মাধ্যমে জানতে পারছে। এর ফলে যে মানুষগুলো আমি আপন মনে করে বিশ্বাস করতাম, তারা একের পর এক আমার ক্ষতি করে গেছে। প্রতিটি মানুষ জীবনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা হচ্ছে নিজেই একমাত্র চাবিকাঠি সে কথা প্রসঙ্গে আজ আমি চাণক্য নীতির কথা তুলে ধরতে চলেছি।জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা। কিন্তু সেই পথে মানুষ অনেক সময়ই চিনতে পারেনা কে সত্যিকারের বন্ধু আর কে শত্রু আমরা সবাই কোন না কোন সময়ে, ভেবে বা না ভেবে, ভুল করে হলেও অনেক সময় সমাজের স্বার্থপর, লোভী, খারাপ মানুষদের সাথে, বা তাদের বাইরের রূপ অথবা ব্যবহার দেখে বন্ধুত্ব করি । কিন্তু আমাদের ভুল তখন ভাঙ্গে, যখন তারা আমাদের ক্ষতি করে । আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যায় । আমরা ভাবি এটা যদি আগে বুঝতে পারতাম, এই মেয়েটির বা ছেলেটির আসল রূপ এত নোংরা, তাহলে হয়তো আমাদের এতটা কষ্ট, এতটা ক্ষতি হত না।কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই, মহামতি চাণক্য এমন কিছু নীতি, এমন কিছু পদ্ধতি বলে গেছেন, যদি সেই নীতি বা পদ্ধতিগুলি মন দিয়ে বুঝে, নিজেদের জীবনে ব্যবহার করতে পারা যায়,সে নীতি অনুসরণ করে আমি আমার ভাষাতে মানুষ চেনার সহজ উপায় কথাগুলো তুলে ধরতে চাই। আমরা সবাই জানি,একজন মানুষ সত্যিকার প্রেমী তখনই হয়, যখন সে তার প্রেমের জন্য সব কিছু করতে পারে । এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত তুচ্ছ ভাবতে পারে । যেমন ধরা যেতে পারে একটা মৌমাছি । একটা কালো মৌমাছির যা শক্তি আছে, তাতে সে শক্ত জিনিস ভেদ করতে সক্ষম । কিন্তু সেই মৌমাছি যখন একটা পদ্মফুলে আটকে যায় এবং সেখান থেকে বের হবার ক্ষমতা থাকলেও সে বের হয় না । দেখা যায়, সে নরম ফুলের পাপড়ি ছেড়ে বেরোতে পারছে না । এর কারণ হলো, সে জলাশয়ের ফুটে থাকা পদ্মফুলটিকে অনেক ভালোবাসে । যার কারণে সে চায়না এই সুন্দর ফুলের কোন ক্ষতি হোক । সে ভাল করেই জানে, এভাবে আটকে থাকলে তার মৃত্যু ঘটতে পারে । কিন্তু সে তার প্রাণের পরোয়া না করে, তার ভালোবাসার জন্য নিজের প্রান ত্যাগ করতেও রাজি আছে । ঠিক সেইভাবে, যে ব্যক্তি তার জীবনের জন্য ত্যাগের ভাবনার আছে, সেই ব্যক্তি আপনাকে সত্যিকারে ভালোবাসে । এরকম চিন্তার মানুষ কখনো আপনার বিশ্বাস ভাংবে না । তবে এটাও ঠিক প্রেমের জন্য জীবন দিয়ে দেওয়া কখনই উচিত না । আত্মহত্যা একটা নিকৃষ্ট কাজ এবং এই মহা পাপের কাজ একদমই করা ঠিক না । চানক্য, এখানে নিজের জীবন দিতে না, জীবন দিয়ে দেওয়ার মত ভাবনার কথা বলেছেন । মানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নিজের প্রাণের চেয়েও আপনি আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে ভালবাসুন । পাশাপাশি অপরদিকে এমন মানুষ রয়েছেন, যারা ভালোবাসা বলতে শুধু শরীর বোঝে, তাদেরকে আপনার চিনতে হবে । নয়তো এমন এক দিন আসবে, যখন তারা দেখবে, টাকা পয়সা নেই আপনার কাছে, এবং আপনি তার বা তাদের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম, তখন সে বা তারা একবারের জন্য আপনার কথা না ভেবে আপনাকে ফেলে চলে যেতে একবারও ভাববে না । সেই সমস্ত ভালো মানুষের মুখোশধারী লোকগুলোকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় এবং সেটি মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই । যদি আমরা সেই মুখোশধারী মানুষদের চিনে ফেলতে পারি, তাহলে তারা আমাদের কোনভাবেই ঠকাতে পারবে না । আর যদি আপনি কোন জায়গায়, যে কোন কাজে কখনো না ঠকেন, তাহলে সফলতা আপনার হাতের মুঠিতে আসতে বাধ্য । আমাদের চলার রাস্তায়, অজানা শত্রু আমাদের অজান্তে কোন ক্ষতি করতে পারবে না । উই কথার উপরে বেশ করে আমার আজকের দিনে আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চর্চার কথা ,এদিকে কূটনৈতিক চর্চা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নামটি আজও বর্তমান প্রজন্মের কাছে জ্ঞানের আঁতুরঘর হিসাবে চিহ্নিত তা হল কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" নামক বইটি। হ্যাঁ কৌটিল্য যিনি চাণক্য নামেও পরিচিত। এই চাণক্য নীতি প্রাচীনযুগে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-এর সময় কালে তৈরি। চাণক্য ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর ছেলে বিন্দুসারের রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান স্তম্ভ। চাণক্য নীতি প্রথম দেখায় কীভাবে রাজনীতি ও কূটনীতি পরিপূরক হয়ে জীবনের সেরা দর্শন রূপে সফল ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। চাণক্য তাঁর নীতি কথা দ্বারা ভারতে প্রথম কূটনৈতিক ধারণার জন্ম দেন। আজ আমরা তাঁর বিখ্যাত কিছু বাণী ও উপদেশ পড়ব যা আমাদের জীবনে সাহস ও সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।এমনই দুর্ঘটনা বা বন্ধ তৈরি করার আগেই বা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আগে, চাণক্য নীতি ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করি আমি। সেই কারণেই চাণক্যের উত্থান কিংবদন্তি গল্প হলেও ঐতিহাসিক সত্যতা আছে বলেই মানেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক। সে সময় মগধ রাজ্যের পরাক্রমশালী নন্দ বংশের শেষ রাজা ছিলেন ধনানন্দ। তিনি ন্যায়বিচারক ছিলেন না। তার অন্যায় শাসনের জন্য প্রজাদের কাছে দারুণ অপ্রিয় ছিলেন। এই ধনানন্দ একবার চাণক্যকে অপমান করেন। ধনানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করার জন্য একজন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়লে ধনানন্দের মন্ত্রী শকটা ব্রাহ্মণ খোঁজার দায়িত্ব নেন। তিনি চাণক্যকে ধনানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের পুরোহিত হওয়ার অনুরোধ জানান। সে অনুযায়ী চাণক্য যথাসময়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে পুরোহিতের আসন গ্রহণ করেন। চাণক্যের চেহারা তেমন ভালো ছিল না। পুরোহিতের আসনে কদাকার ব্রাহ্মণ চাণক্যকে দেখে মহারাজ ধনানন্দ গেলেন রেগে। অযথাই চাণক্যকে তিরস্কার করে বের হয়ে যেতে বলেন। চাণক্য প্রথমে মহারাজাকে হিতবাক্যে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

রণবীর কাপুরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

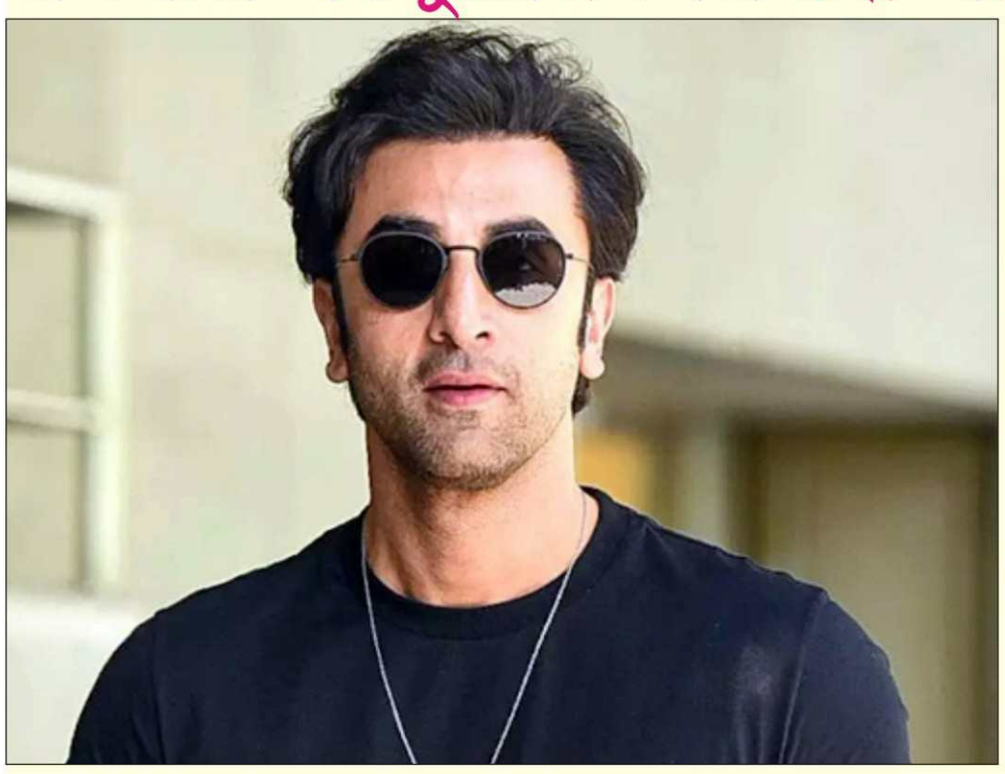

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা রণবীর কাপুরের বিরুদ্ধে এবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, এবারের বড়দিনে পারিবারিক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন তিনি। ফলে এ তারকার নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এক ব্যক্তি।

ভারতীয় গণমাধ্যম 'এবিপি আনন্দ'র খবরে জানা গেছে, সম্প্রতি রণবীর কাপুর এবং তার পরিবারের অন্য সদস্যরা বড়দিন উদযাপন করেছেন। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রণবীর কাপুর বেকায়দায় পড়েছেন।

রণবীরের বিরুদ্ধে হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মুম্বাইয়ের ঘাটকোপার থানায়। কাপুর পরিবারের বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনের আইপিসির ২৯৫, ৫০৯ এবং ৩৪ ধারায় এফআইআর এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়েরের দাবি জানিয়েছেন।

সঞ্জয় দীননাথ তিওয়ারি নামের এক ব্যক্তি এ অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, কেকের উপর মাদক (মদ) ছিটিয়ে এবং আগুন জ্বালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু দেব-দেবীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি 'জয় মাতা দি'-পাঠ করেছেন রণবীর।

এ অভিযোগে বলা হয়েছে, রণবীর কাপুর তার পুরো পরিবারের সঙ্গে বড়দিন পালন করেছেন। এ সময় তার পরিবারের বড়দের পাশাপাশি শিশুরাও উপস্থিত ছিল।

এ ভিডিওতে একটি কেকের ওপর মদ ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর রণবীর কাপুর 'জয় মাতা দি' বলার পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। রণবীর কাপুর 'জয় মাতা দি' বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বাকি সদস্যরাও 'জয় মাতা দি' বলেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্মে সবাই অগ্নি প্রজ্বলনের পাশাপাশি হিন্দু দেব-দেবীর আরাধনা করে। আর এ ভিডিওতে তাদের অপমান করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মে কোনো দেব-দেবীকে আহ্বান করার আগে অবশ্যই অগ্নিদেবতাকে আহ্বান করা হয়। এ তথ্য রণবীর কাপুর ও তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরও জানা ছিল। তা সত্ত্বেও রণবীর কাপুর ইচ্ছাকৃতভাবে মদ ব্যবহার করেছেন, আগুন জ্বালিয়েছেন।

শুধু তা-ই নয় দেবী-দেবতাদের আহ্বান করেছেন, এবং 'জয় মাতা দি' স্লোগান তুলেছেন, এমনই অভিযোগ আনা হয়েছে।

সালতামামি ২০২৩ বিদায়ী বছরে বলিউডের যত আলোচিত সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নতুন বছর শুরু হতে যাচ্ছে। পুরো বছর জুড়েই শোবিজ দুনিয়া ভরপুর ছিল বিভিন্ন সিনেমা কিংবা ওয়েবফিল্ম দিয়ে। চলতি বছর আলোচনায় ছিল বেশ কয়েকটি সিনেমা।

চলতি বছরের আলোচিত সিনেমাগুলো হচ্ছে - পাঠান, অ্যানিমেল, ডানকি, জাওয়ান, সালার, টাইগার থ্রি ও আদি পুরুষ।

পাঠান

দীর্ঘ চার বছর পর বিরতি থেকে ফিরেই 'পাঠান' সিনেমা দিয়ে বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছিলেন শাহরুখ খান। চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পায় শাহরুখ-দীপিকা অভিনীত 'পাঠান' এটি নির্মাণ করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। সিনেমায় ভিলেন রূপে দেখা যাবে জন আব্রাহামকে এবং ক্যামিও চরিত্রে রয়েছেন সালমান খান। মুক্তির পরেই বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তোলে সিনেমাটি।

জাওয়ান

চলতি বছর 'পাঠান' মুক্তির পর বক্সঅফিসে ঝড় তোলে শাহরুখের 'জওয়ান'। গত ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তিপায় সিনেমাটি। 'জওয়ান' নির্মাণ করেছেন অ্যাটলি। এতে সিনেমায় শাহরুখ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন নয়নতারা, বিজয় থালাপতি প্রমুখ। ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে তারকা অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে!

ডানকি

চলতি বছরে একের পর এক চমক দিচ্ছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। বছরের বছর শেষেও 'ডানকি' সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করলেন এই সুপারস্টার। রাজকুমার হিরানি নির্মিত এই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায় গত ২১ ডিসেম্বর। এতে শাহরুখ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু, বোমান ইরানি এবং ভিকি কৌশল।

অ্যানিমেল

গত ১ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায় রণবীর কাপুর অভিনীত সিনেমা 'অ্যানিমেল'। এটি নির্মাণ করেছেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। মুক্তির পরই বক্সঅফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে সিনেমাটি। প্রায় ২০০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত হয়েছে রণবীরের 'অ্যানিমেল'। সিনেমায় তার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন দক্ষিণী তারকা রাশমিকা মান্দানা। এ ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন অনিল কাপুর, ববি দেওল, শক্তি কাপুর, প্রেম চোপড়া, সৌরভ সচদেব প্রমুখ।

সালার

দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাস অভিনীত সিনেমা 'সালার' মুক্তি পায় গত ২২ ডিসেম্বর। মুক্তির পর বক্সঅফিস মাতানোর পাশাপাশি শাহরুখকেও টপকে যায় সিনেমাটি। প্রভাসকে এর আগে অ্যাকশন অবতারে দেখা গেলেও এবার যেন আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। ধুন্ধুমার অ্যাকশন আর ক্ষমতা গ্রহণ, বন্ধুত্ব রক্ষায় সবচেয়ে হিংস্রতম লুকেই ধরা দিয়েছেন এই অভিনেতা। 'সালার'-এ প্রভাস ছাড়াও শ্রুতি হাসান, জগপতি বাবু, ঈশ্বরী রাও এবং শ্রিয়া রেড্ডির মতো তারকারা।

টাইগার থ্রি

টাইগার ফ্রাঞ্চাইজির তৃতীয় সিনেমা 'টাইগার থ্রি'। গত ১২ নভেম্বর সালমান খান অভিনীত এই সিনেমাটি মুক্তি পায়। টাইগার ফ্রাঞ্চাইজির তৃতীয় সিনেমা 'টাইগার থ্রি'। রোববার (১২ নভেম্বর) সালমান খান অভিনীত এই সিনেমাটি মুক্তি পায়। ২০১২ সালে প্রথম মুক্তি পায় জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবি 'এক থা টাইগার'। ২০১৭ সালে মুক্তি পায় 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'। দুটি সিনেমাই দারুণ ব্যবসা করেছিল বক্স অফিসে।

আদি পুরুষ

চলতি বছরের ১৬ জুন মুক্তি পায় ওম রাউত নির্মিত এবং প্রভাস অভিনীত সিনেমা 'আদিপুরুষ'। ট্রিজার প্রকাশের পর থেকেই একের পর এক সমালোচনার জন্ম দিয়ে আসছিল 'আদিপুরুষ'। প্রভাস ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন কৃতী শ্যানন, সাইফ আলি খান, সানি সিংহ, দেবদত্ত নাগও প্রমুখ।

সালতামামি ২০২৩ বিদায়ী বছরে টালিউডের আলোচিত সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শুধু ঢালিউড আর বলিউড নয়, বছর জুড়ে রুপালি পর্দা মাতিয়েছে টালিউডের বেশ কিছু চলচ্চিত্রও। তবে বিগত বছরগুলোর চেয়ে ২০২৩ সালে অনেক কম চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। চলুন বিদায়ী বছরের টালিউডের মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো দেখে নেওয়া যাক

বাঘাযতীন

ঐতিহাসিক কাহিনিনির্ভর বায়োপিক 'বাঘাযতীন'। অরুণ রায় নির্মিত সিনেমাটি মুক্তি পায় গত ১৯ অক্টোবর। সিনেমাটির হিন্দি ভার্সন মুক্তি পায় এর পরের দিন। আর মুক্তির পরই রীতিমতো বক্স অফিস মাতায় দেব অভিনীত সিনেমাটি। এটি আয় করেছে ৮ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১০ কোটি টাকারও বেশি।

দশম অবতার

কলকাতার সৃজিত মুখার্জির সিনেমা মানেই বিশেষ কিছু। গত ১৯ অক্টোবর মুক্তি পায় এই নির্মাতার সিনেমা 'দশম অবতার'। এতে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনিবাণ ভট্টাচার্য, যিশু সেনগুপ্ত, জয়া আহসান। ১.৫ কোটি বাজেটের সিনেমাটি বক্স অফিসে আয় করে ৬ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি টাকা।

ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য

চলতি বছর বীরসা দাশগুপ্তর পরিচালিত সিনেমা 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য' মুক্তি পায়। এ সিনেমায় প্রথমবারের মতো ব্যোমকেশ হয়েছেন দেব আর রুক্মিণী সত্যবতী। সিনেমাটি মুক্তির পর রীতিমতো দর্শকদের নজর কেড়েছেন এই জুটি।

শহরের উষ্ণতম দিনে

চলতি বছরের জুনে মুক্তি পায় অরিত্র সেন নির্মিত সিনেমা 'শহরের উষ্ণতম দিনে'। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন সোলাঙ্কি ও বিক্রম চট্টোপাধ্যায়।

'রক্তবীজ'

২০১৪ সালের খাগড়াকাণ্ড নিয়ে নির্মিত হয়েছে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা 'রক্তবীজ'। চলতি বছরের ১৯ অক্টোবর মুক্তি পায় সিনেমাটি। এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘদিন পরে পর্দায় ফিরেছেন ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন আবীর চট্টোপাধ্যায় ও মিমি চক্রবর্তী। সিনেমাটি বক্স অফিসে আয় করেছে ৬.৫০ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮ কোটি টাকারও বেশি।

বগলামামা যুগ যুগ জিও

ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মিত 'বগলামামা যুগ যুগ জিও' সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত, অপরাজিতা আঢ্য, ঋদ্ধি সেন এবং দিতিপ্রিয়া রায়।

জঙ্গলে মিতিন মাসি

চলতি বছরের ২০ অক্টোবর পূজায় মুক্তি পায় অরিন্দম শীল পরিচালিত সিনেমা 'জঙ্গলে মিতিন মাসি'। সুচিত্র ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা কাহিনিনির্ভর এ সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।

পালান

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমা 'পালান'। মূলত মৃণাল সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার খারিজ সিনেমাটির সঙ্গে সুর মিলিয়েই নির্মাণ করা হয়েছে চলচ্চিত্রটি। এতে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত, মমতা শঙ্কর, শ্রীলা মজুমদার, যিশু সেনগুপ্ত এবং পাওলি দাম।

বিয়ের আগেই 'হানিমুনে' আদিত্য-অনন্যা

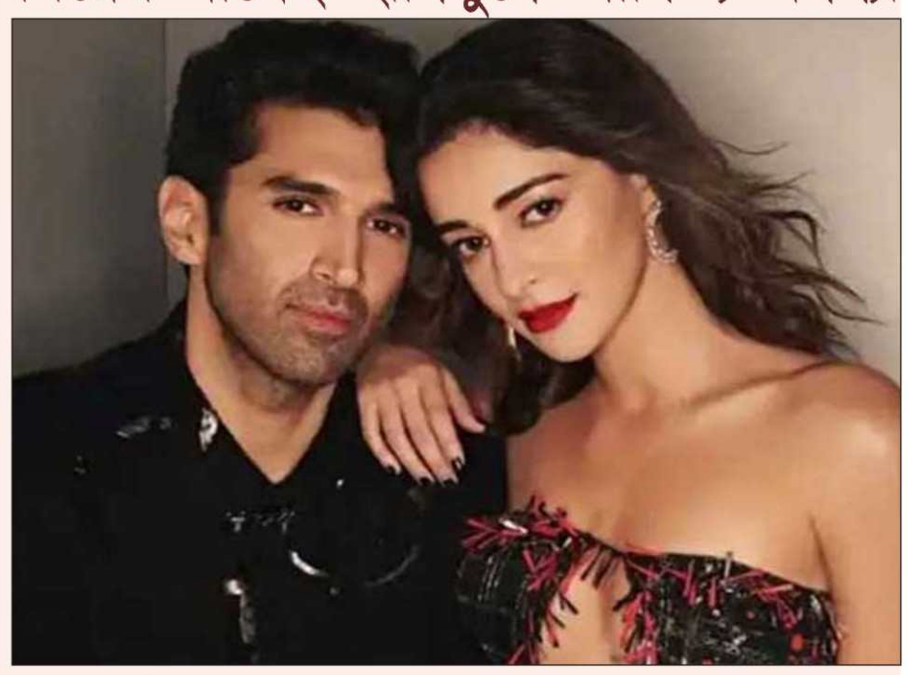

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদিত্য রয় ও অনন্যা পাণ্ডে। বলিউডের বর্তমান সময়ের আলোচিত প্রেমের জুটি। যদিও তারা এখনও এ বিষয় মুখ খুলেননি। তবে তাদের রোম্যান্সের বিষয়টি কারোই অজানা নয়। অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডেকন্যার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন বলিউডের 'নাইট ম্যানেজার'। এবার আর গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই নতুন বছর একসঙ্গে কাটাতে উড়াল দিলেন এ জুটি।

বিমানবন্দরে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন বলিউডের আলোচিত দুই তারকা। দুজনকে একান্ত সময় কাটাতে উড়াল দিলেন দেশের বাইরে। আর তাইতো নেটিজেনরা বলছেন, বিয়ের আগেই 'হানিমুন' সেরে নিচ্ছেন এ জুটি।

এদিকে বন্ধু সারা আলি খানের সঙ্গে কফি উইথ করনের এক এপিসোডে হাজির হয়েছিলেন অনন্যা। ওই অনুষ্ঠানে সারা আলি বলেন, 'অনন্যার কাছে নাইট ম্যানেজার (আদিত্য অভিনীত সিরিজ) রয়েছে, আমার নেই'।

এমন সময় তারা দুজন একসঙ্গে নতুন বছর উদযাপনের জন্য বিদেশে উড়াল দিলেন, এই সুযোগটাই কাজে লাগালেন নেটিজেনরা। তারা মেতে উঠলেন নানা মন্তব্যে, আলোচনা আর সমালোচনায়। অধিকাংশ নেটিজেনের প্রশ্ন, বিয়ের আগেই হানিমুন, সম্পর্ক টিকবে তো?।

প্রসঙ্গত, কৃতি শ্যাননের দিওয়ালি পার্টিতে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ২০২২ সালে। এরপর শুরু হয় প্রেমের গুঞ্জন। এই গুঞ্জনের মাঝেই অনন্যার ২৫তম জন্মদিন উদযাপন করতে মালদ্বীপে উড়াল দিয়েছিলেন এই জুটি। ফের নতুন বছরে একান্ত সময় কাটাতে দেশ ছাড়লেন তারা।

আইসিসির সমালোচনায়

এবার প্যাট কামিন্সও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার উসমান খাজাকে তার ব্যাট বা জুতার শান্তির প্রতীক লাগাতে নিষেধ করে দিয়েছে আইসিসি। সেই সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যেই সমালোচিত হতে হয়েছে তাদের। এবার এই প্রসঙ্গে আইসিসিকে একহাত নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও। সাফ জানালেন, গাজায় মানবাধিকার সঙ্কটের বিরুদ্ধে যে অবস্থান খাজা নিয়েছেন তা মোটেই আগ্রাসী নয়।

২৪ ডিসেম্বর ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম জানায়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাট এবং জুতায় শান্তির প্রতীক হিসেবে একটি কালো রংয়ের পায়রার স্টিকার লাগাতে চেয়েছিলেন খাজা। তার অনুমতি দেয়নি আইসিসি। কিন্তু তার সতীর্থ মার্নাস লাবুশেনকে ব্যক্তিগত ধর্মীয় বার্তা দিতে ব্যাটে ঈগলের স্টিকার লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সেই ইস্যুতে বক্সিং ডে টেস্টের আগের দিন কামিন্স বলেছেন, 'আমরা সবাই উজিকে (খাজা) সমর্থন করছি। ও যেটা বিশ্বাস করে সেটাই করছে এবং যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েই করছে। গত সপ্তাহেই বলেছিলাম, ওসব জীবনই সমান্তর। আমার মনে হয় না ও যেটা করছে সেটা খুব আগ্রাসী কিছু। পায়রার ব্যাপারেও একই কথা বলব।'

খাজার পাশে দাঁড়িয়ে কামিন্স আরো বলেছেন, 'উজি এরকমই। আমার মনে হয় সবার সামনে ওর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো উচিত। যেটা ঠিক মনে করেছে সেটাই করেছে। তবে নিয়মও রয়েছে। আইসিসি ওকে একটি কাজ করতে নিষেধ করেছে। ওরাই নিয়ম তৈরি করে এবং সেটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

২০২৬ বিশ্বকাপ সূচি নিয়ে

যা বলল আয়োজকরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে ২০২৬ সালে বর্ধিত কলেবরে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে স্বাগতিক শহরগুলোর ভেন্যু, এখন অপেক্ষা ম্যাচ সূচির। বিশ্বকাপের স্বাগতিক শহর ও ফিফার বেশ কিছু সূত্র নিশ্চিত করেছে আগামী মাসে ম্যাচ সূচি ঘোষণা হতে পারে। এরমধ্যে কিছু কিছু সম্ভাব্য ইঙ্গিত আগেই পাবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এখনো যদিও বাছাইপর্বে খেলা শেষ হতে দেরী আছে। কিন্তু ম্যাচ সূচি পাওয়া গেলে অন্তত স্বাগতিক শহরগুলো সেভাবে তাদের পরিকল্পনা সাজাতে পারবে। অন্তত কিছুটা হলেও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে কোন ম্যাচ কখন তারা আয়োজন করতে যাচ্ছে। বিশেষ করে উদ্বোধনী, নক আউট রাউন্ডের ম্যাচ ও ফাইনালের মত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো নিয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতেও সুবিধা হবে।

বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফা অবশ্য ২০২৬ সূচি প্রকাশ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজী হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরেই এই ঘোষণা দেয়া হবে বলে ইঙ্গিত ছিল। খোদ ফিফাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এ ব্যাপারে কিছু একটা আপডেট তারা জানাবে। কিন্তু বছর শেষেও কিছু জানতে না পারায় স্বাগতিক শহরগুলো টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা সাজাতে একেবারে মূল কিছু তথ্য নিয়ে বিপাকে পড়েছে। কানসাস সিটির বিশ্বকাপ আয়োজক সংস্থার প্রধান নির্বাহী ক্যাথেরিন হোলান্ড আশা করছেন জানুয়ারির শুরুতেই তারা সূচি হাতে পাবে।

এ সম্পর্কে হোলান্ড বলেছেন, 'আমার কাছে মনে হয় না এ বিষয়ে তারা আর বেশী দেরী করবে। বিশেষ করে স্বাগতিক শহরগুলো নিজেদের প্রস্তুতি প্রমাণ করে আয়োজক সংস্থার কাছে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে চাইবে, আর এজন্য ম্যাচ অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করে তোলার একটি বিষয় আছে। এখানে তহবিল সংগ্রহের বিষয়টিও জড়িত। আমি বিশ্বাস করি সংশ্লিষ্টরা এ ব্যাপারটি অবশ্যই বুঝতে পারবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়টি শহর বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে তারা জানিয়েছে, নিজেদের মধ্যে প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। সম্প্রতি মেক্সিকো সিটিতে সবগুলো শহর একটি সভায় মিলিত হয়েছিল। বছর শেষের এই সময়টাতে সাধারণত অনেকেই দুই সপ্তাহের ছুটিতে থাকে সে কারনে ঠিক এই মুহূর্তে কোনো ধরনের সূচি ঘোষণা করেও তা অনেক আয়োজককে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। তবে সবকিছু কাটিয়ে একবার সূচি ঘোষণা হলে নিরাপত্তা, ট্রানসিট সব মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা শহরগুলো নিতে পারবে।

বিশ্বকাপ ফাইনালের হার

এখনও ভুলতে পারছেন না শামি!

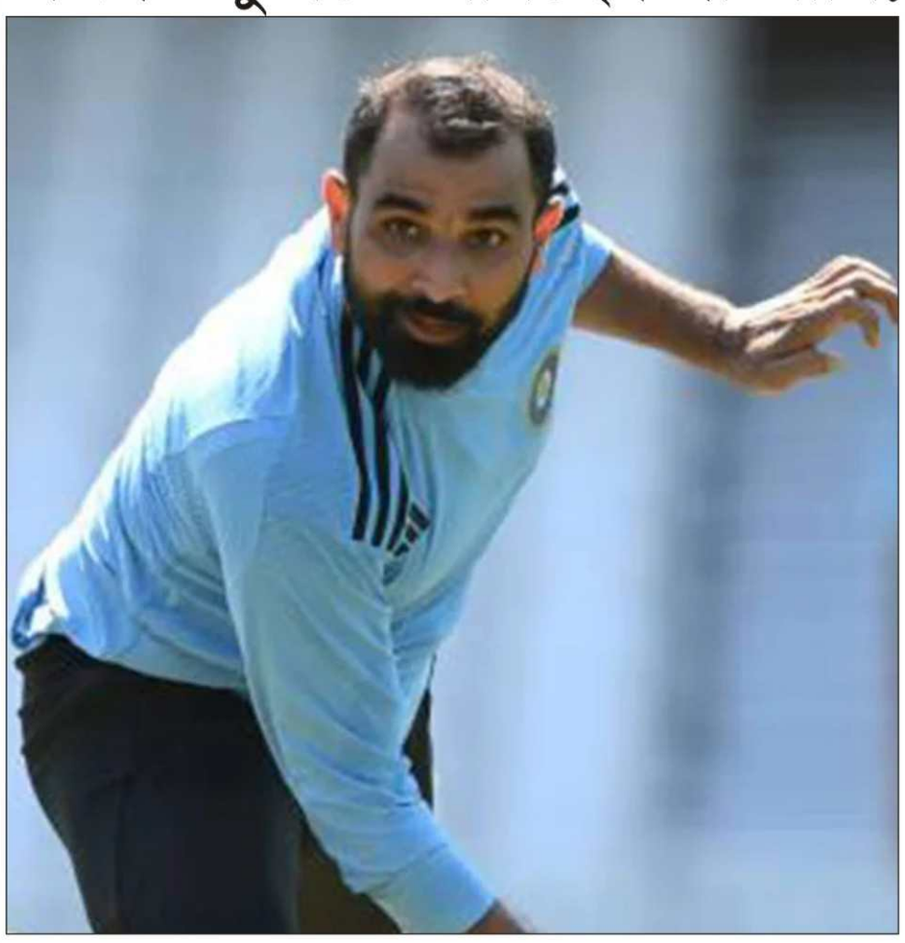

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ ফাইনালের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হয়েও আক্ষেপ এখনও যাচ্ছে না মোহাম্মদ শামির। চোটের কারণে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে পারছেন না। কিন্তু শামির মাথায় এখনও ঘুরছে বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই হার। ভুলতেই পারছেন না ভারতের এই পেসার। সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে আবার নিজের হতাশার কথা জানিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে কোথায় যে ভুল হল তা এখনও বুঝতে পারছেন না শামি। বলেছেন, "ভারত বিশ্বকাপের ফাইনালে হারার পর গোটা দেশ হতাশ ছিল। আমরা প্রত্যেকে একশো শতাংশ দিয়েছিলাম যাতে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু সেটা হয়নি। সত্যি বলতে, ব্যাখ্যা করার মতো ভাষাও আমার কাছে নেই। কোথায় ভুল হল তা এখনও জানি না।"

এর আগে, বিশ্বকাপ ফাইনালের ২৫ দিন পরে মুখ খুলেছিলেন শামি। সব কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন তিনি। একটি সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের কয়েক ঘণ্টার বিবরণ দিয়েছিলেন শামি। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না। অনেকে বলছিল, আমরা ভুল পিচ বেছেছি। অনেকে বলছিল, আরও বেশি রান করতে হত। যার যা মনে হচ্ছিল বলছিল। কিন্তু তারা তো কেউ মাঠে নেমে খেলেনি। আমরা খেলেছি। একটা দল হিসেবে খেলেছি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টায় সব বদলে গিয়েছিল।'

শামি আরও বলেছিলেন, 'ফাইনালে ওঠার পরে সবাই জেতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। কিন্তু জিততে পারিনি। তবে তার জন্য কেউ কারও দিকে আঙুল তোলেনি। কারণ, আমরা জানতাম সবাই চেষ্টা করেছে। আগের ১০টা ম্যাচে দল হিসেবে জিতেছিলাম। ফাইনালে দল হিসেবেই হেরেছি। শুধু মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল।'

যে কারণে মায়ামির

সব ম্যাচ খেলতে পারবেন না মেসি

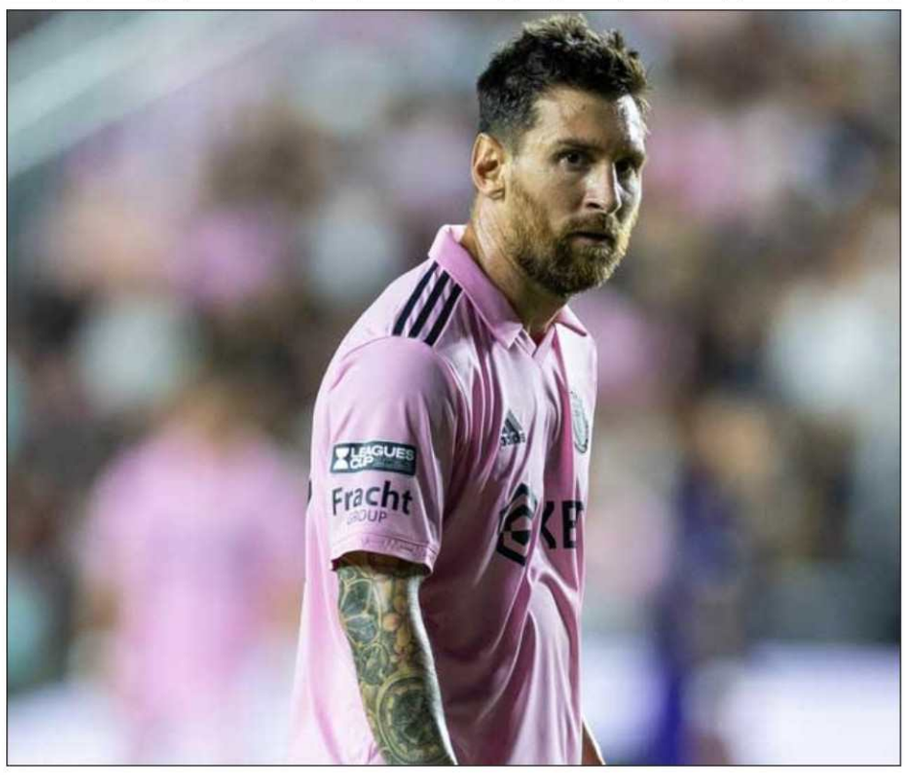

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির হয়ে পূর্ণাঙ্গ মৌসুম শুরু করতে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছেন লিওনেল মেসি। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এমএলএস মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে মায়ামি।

নিয়মিত মৌসুমে একেকটি দলের ৩৪টি ম্যাচ থাকে। কিন্তু ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতি ও ২০২৪ কোপা আমেরিকাকে সামনে রেখে জাতীয় দলের দায়িত্বের কারণে অন্তত সাতটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর মেসির নৈপুণ্যে লিগ কাপ জয় করেছে ডেভিড বেকহ্যামের দল। এমএলএস মৌসুমে গত আসরে ছয়টি ম্যাচ খেলেছেন মেসি। নতুন মৌসুমে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বার্সেলোনার সাবেক সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। সে কারণে ইন্টার মায়ামিকে নিয়ে বাড়তি উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এমএলএস মৌসুমে ডিসি ইউনাইটেড, নিউইয়র্ক রেড বুলস, ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন, কলম্বাস ক্রু, ন্যাশভিলে, শার্লট ও এফসি সিনসিনাতির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা নেই মেসির। জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার অনুপস্থিতি মায়ামির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

আইপিএলে দল না পাওয়া বোলার-

ব্যাটার কাঁপাচ্ছেন র‍্যাংকিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে কি সবসময় সেরারাই সুযোগ পান? এই প্রশ্ন তুলতেই পারেন ফিল সল্ট, আদিল রশিদরা। আইপিএল নিলামে অবিক্রিত থাকার পরের দিনেই আইসিসি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি বোলারে পরিণত হন আদিল রশিদ।

এবার নিলামের পরে সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দুই নম্বর ব্যাটারে পরিণত হলেন আইপিএলে দল না পাওয়া আরও এক ইংলিশ তারকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্বরেকর্ড গড়ার পরে আইসিসির টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের তালিকায় বড় লাফ দিয়েছেন সল্ট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২টি সেঞ্চুরিসহ ৮২.৭৫ গড়ে ৩৩১ রান সংগ্রহ করেন ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটার ফিল সল্ট। ছেলেদের কোনও দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে সব থেকে বেশি ব্যক্তিগত রান সংগ্রহের সর্বকালীন নজির গড়েন তিনি।

পাকিস্তানের তারকা উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ানের বিশ্বরেকর্ড ভাঙার পরে সল্ট টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। তিনি পিছনে ফেলেছেন বাবর আজম, এইডেন মার্করামকে।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বরে টি-টোয়েন্টি ব্যাটার হলেন সূর্যকুমার যাদব। ভারতীয় তারকার সংগ্রহে রয়েছে ৮৮৭ রেটিং পয়েন্ট। ৮০২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ফিল সল্ট। তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়া রিজওয়ানের সংগ্রহ ৭৮৭ রেটিং পয়েন্ট।

আদিল রশিদ যথারীতি টি-টোয়েন্টি বোলারদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে আফগানিস্তানের রশিদ খান ও ভারতের রবি বিষ্ণুই।

টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের তালিকার এক নম্বরে যথারীতি রয়েছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। দ্বিতীয় স্থানে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবি এবং তৃতীয় দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম।

'বাবা বেঁচে থাকলে এই ব্রাজিল

দলকে দেখে খুব কষ্ট পেতেন'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই না করার শঙ্কায় রয়েছে দলটি। এমন পরিস্থিতি দেখলে খুব কষ্ট পেতেন পেলে, এমনটাই বলছেন তার ছেলে এদিনহো।

ব্রাজিল দল নিজেদের দেশের মাটিতে ২০১৪ বিশ্বকাপে বেলো হরিজন্টোতে জার্মানির কাছে হারে ৭-১ গোলে লজ্জার হার। ২০১৮, ২০২২ বিশ্বকাপেও ব্যর্থতা সঙ্গী হয়েছে তাদের। গত কোপা আমেরিকাতেও তারা ফাইনালে হেরেছে আর্জেন্টার কাছে। এমনকি ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দক্ষিণ আমেরিকা পর্বে তারা রয়েছে ছয় নম্বর পজিশনে। অর্থাৎ এই পজিশনে থাকলে তাদের ইতিহাসে প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে পারবে না ব্রাজিল। কিছুদিন আগে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারশন (সিবিএফ)-এর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে এদনালদো রদ্রিগেসকে অপসারণ করার নির্দেশ দেন রিও দি জেনেরিওর আদালত। কিন্তু ফিফার আইন অনুযায়ী, এটা অ্যাসোসিয়েশনে বাইরের হস্তক্ষেপ। এ কারণে ব্রাজিল জাতীয় দল ও ক্লাবগুলোকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

আর এসব দেখেই বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তি পেলের পুত্র এদিনহো পেলে বলেছেন, 'বাবা বেঁচে থাকলে এই ব্রাজিল দলকে দেখে খুব কষ্ট পেতেন।'

এদিনহো পেলে আরও বলেন, 'এমন অবস্থা (খারাপ) রাতারাতি হয়নি। ধীরে ধীরে খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে দল। এ মুহূর্তে সমস্যা বড় আকার ধারণ করেছে। ফুটবল খেলুড়ে দেশ হিসেবে আমরা এই মুহূর্তে অবনতির সাক্ষী হয়ে রয়েছি। আমাদের এরপরেও অন্যতম সেরা তারকারা রয়েছে। তবে আগের কথা বলতে গেলে, একটা কথাই বলতে হয়, আগে যেমন একাধিক শীর্ষ পর্যায়ে ফুটবল খেলার মতন ফুটবলার ছিল, এই মুহূর্তে তার অভাব রয়েছে।'

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি একটা কথাই বলব এই মুহূর্তে যদি পেলে বেঁচে থাকতেন, তাহলে খুব কষ্ট পেতেন। প্রিয় দলের এমন অবস্থা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।'

২৯ ডিসেম্বর পেলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। সেই দিন তার জীবিত ছয় সন্তান একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বাবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবেন।

খুদে মেসিকে

কি দলে পাবে বার্সা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স সবে মাত্র ১৬। এ বয়সেই তাকে সবাই ডাকে ছোট মেসি বলে। মেসির খেলার স্টাইলের সঙ্গে তার অদ্ভুত রকমের মিল। মেসির মতই তিনিও পেনাল্টি নেন বাঁ পায়ে, বক্সের আশপাশ বা ভেতর থেকে গোলে শট নেন বাঁ পায়ে, ফ্রিক-কিকও করেন বাঁ পায়ে। আদর করে তাই ব্রাজিলে ফুটবলপ্রেমীরা তাকে এ নাম দিয়েছে।

এখন খেলছেন ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাসে। ইতিমধ্যে পালমেইরাসের মূল দলের হয়ে একটি ম্যাচই খেলেও ফেলেছেন উইলিয়ান। পালমেইরাসের মূল দলে অভিষেক হওয়ার আগেই অবশ্যর উইলিয়ানকে নিজেদের দলে নিতে মুখিয়ে আছে ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলো। আর্থিক অনটনের কারণে মেসিকে ছেড়ে দেয়া বার্সেলোনাও আছে সে তালিকায়। প্রতিযোগিতায় আরও নেমেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, পিএসজি আর ম্যানচেস্টার সিটিও।

শেষ পর্যন্ত ছোট মেসিকে হয়তো পাবে না বার্সা। কারণ, তার রিলিজ ক্লজ পরিশোধের মত অর্থ বার্সার হাতে নেই। ১৬ বছর বয়সী এই বিস্ময়বালকের রিলিজ ক্লজ ৬ কোটি ইউরো নির্ধারণ করেছে পালমেইরাস।

এর আগে উইলিয়ান ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, বার্সার জার্সি গায়ে খেলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। তার বাবাও তখন বলেছিলেন, তিনি চান ছেলে বার্সেলোনার প্রতিনিধিত্ব করুক।

রাবাদার '৫০০'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়সটা মোটে ২৮। সামনে এখনও ক্যারিয়ারের অনেকটা সময় পড়ে আছে। এরই মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি বোলারদের তালিকায় নাম উঠিয়ে ফেললেন কাগিসো রাবাদা।

মঙ্গলবার ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরিয়ান টেস্টে ৫ উইকেট শিকার করেন রাবাদা। তাতেই ডানহাতি এই পেসার ঢুকে পড়েছেন ৫০০ আন্তর্জাতিক উইকেটের এলিট ক্লাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সপ্তম বোলার হিসেবে এই ক্লাবে ঢুকেছেন রাবাদা। তার আগে কেবল শন পোলক (৮২৩), ডেল স্টেইন (৬৯৭), মাখায়া এনটিনি (৬৬১), অ্যালান ডোনাল্ড (৬০২), জ্যাক ক্যালিস (৫৭২) এবং মরনে মরকেল (৫৩৫) দেশের হয়ে এই কীর্তি দেখিয়েছেন।

মজার পরিসংখ্যান হলো, এই সাতজন ৫০০ উইকেট নিয়েছেন, কিন্তু আর কোনো বোলার দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৩০০ আন্তর্জাতিক উইকেটও পাননি।

৫০০ আন্তর্জাতিক উইকেটের মধ্যে টেস্টে রাবাদার ২৮০টি। এছাড়া ওয়ানডেতে ১৫৭ আর টি-টোয়েন্টিতে ৬৮ উইকেট শিকার করেছেন প্রোটিয়া এই গতিতারকা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR